বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/এ দিলকুশাবা/এ
ঢাকা-১০০০।

এস. আর. ও. নং.....আইন /২০২১ ।-বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ১৫৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ১৪৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে,কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।— (১) এই প্রবিধানমালা বীমাকারীর পরিসংখ্যান প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।—** (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় —

(ক) "আইন" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নং আইন);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২(১০) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ;

(গ) "তামাদি পলিসি" অর্থ পলিসির অনুগ্রহকাল (Grace period) এর মধ্যে যদি প্রিমিয়াম প্রদান করা না হয় তাহা হইলে বীমা পলিসি তামাদি (Lapse) হিসাবে গণ্য হইবে। তবে প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষেত্রে এক ক্যালেন্ডার মাস যাহা ৩০ দিনের কম নয়তাহা অনুগ্রহকাল (Grace period) হিসাবে গণনা করা যাইবে। যেই পলিসি সম্পাদিত মূল্য (Paid up value) অর্জন করিয়াছে, তাহা পরবর্তী প্রিমিয়াম প্রদান না করিবার কারণে তামাদি হইবেনা।

(২) এই প্রবিধানমালায় যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পরিসংখ্যানভিত্তিকতথ্য।—**(১)প্রতি ত্রৈমাসিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে, সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছকে, বীমাকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্য সরবরাহ ও নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করিবে:

(ক) লাইফ বীমাকারীর বীমা দাবি (মেয়াদোত্তীর্ণ দাবি, মৃত্যু দাবি ওঅন্যান্য দাবি) উত্থাপন, নিষ্পন্ন এবং অনিষ্পন্ন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান;

(খ) নন-লাইফ বীমাকারীর বীমা দাবি [অগ্নি, নৌ (কার্গো), নৌ-হাল (জাহাজ কাঠামো), মোটর, ইঞ্জিনিয়ারিং, এভিয়েশন এবং বিবিধ] উত্থাপন, নিষ্পন্ন এবং অনিষ্পন্ন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান;

(গ)বীমা জরিপকারীর শ্রেণী, বিভাগওয়ারী সংখ্যা, জরিপকৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, জরিপকারীর বাৎসরিক আয় ইত্যাদির তথ্য;

(ঘ) বীমাকারীর প্রিমিয়াম আয়, প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র;

(ঙ) বীমাকারীর ইস্যুকৃত পলিসির শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা (গ্রামীণ ও সামাজিক খাতসহ) পৃথক ভাবে উপস্থাপিত তথ্য;

(চ) লাইফ বীমাকারীর তামাদি পলিসি (তামাদির হার, তামাদি পলিসির সংখ্যা ও তামাদি হওয়ার কারণসহ) সংক্রান্ত তথ্য;

(ছ) লাইফ বীমাকারীর তামাদি পলিসির পুনর্বহাল সংক্রান্ত তথ্য;

(জ) বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয়েরপরিসংখ্যান;

(ঝ)বীমাকারীর এজেন্ট এবং এজেন্ট নিয়োগকারী (লাইফ) এর পরিসংখ্যান;

(ঞ) বীমাকারী কর্তৃক স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ মোতাবেক পলিসি দলিলে বীমা অংকভিত্তিক বীমা স্ট্যাম্পের পরিসংখ্যান;

(ট) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবংমূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন, ২০১২ এর বিধান মোতাবেক বীমাকারীর কমিশন, পারিশ্রমিক এবং বেতনসহ অন্যান্য খাত হইতে কর্তনকৃত উৎসে কর এবং মূসকের পরিসংখ্যান;

(ঠ) উদ্যোক্তা শেয়ার হোল্ডার বা পরিচালকদের শেয়ার ধারণের পরিসংখ্যান;

(ড) উপরোল্লিখিত পরিসংখ্যান ব্যতিত প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্য কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান।

(২) কর্তৃপক্ষ ব্রোকার, সার্ভেয়ার, নিরীক্ষক বা বীমা সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানে রনিকট হইতে বীমা ব্যবসায়ের পরিসংখ্যান বা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

৪। **পরিসংখ্যান ভিত্তিক সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার।—**(১)বীমাকারী, ব্রোকার, সার্ভেয়ার, নিরীক্ষক এবং বীমা সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সংগৃহীত পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই,বিশ্লেষণ, গবেষণা,বীমা শিল্পের অবস্থা নিরূপণসহ প্রয়োজনে প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) সংগৃহীত তথ্যে কোন অসংগতি বা গরমিল পরিলক্ষিত হইলে বা এই প্রবিধানমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

ড. এম. মোশাররফ হোসেন, এফসিএ

চেয়ারম্যান

বীমাউন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ